ভোরের কাগজ

তারিখ MAY 4 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষামন্ত্রীর সমীপে

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য জেলাসমূহে (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান) শিক্ষাক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যে সমস্ত সরকারি বিদ্যালয় রয়েছে সেগুলোতে পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ায় দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রতি বছর শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করা হলেও পার্বত্য জেলার স্থানীয় লোকদের চাকরিক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। শূন্য পদে যেসব শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ দেওয়া হয় তারা অধিকাংশ বাংলাদেশের সমতল এলাকার বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা। ফলে তারা স্থায়িভাবে স্কুলে থাকে না। বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যায় নতুবা উচ্চতর কোনো সুযোগ হলে চাকরি ছেড়ে চলে যায়। এভাবে এখানকার সরকারি বিদ্যালয়সমূহে অনেক শূন্য পদের সৃষ্টি হয়। এ সমস্যা দূরীকরণের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদনের মাধ্যমে কয়েকটি দাবিনামা পেশ করছি।

১. পার্বত্য জেলার সরকারি বিদ্যালয়সমূহে যেন স্থানীয় যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

২. যেহেতু পার্বত্য জেলার উপজাতীয়রা অনগ্রসর সেহেতু উপজাতীয়দের সরকারি বিধি মোতাবেক শিক্ষকতায় ৫% কোটা প্রদান করা হোক।

৩. পার্বত্য জেলায় বসবাসরত স্থানীয় বাঙালিদের জন্য আলাদা পার্বত্য কোটা সৃষ্টি করা।

৪. শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি বিদ্যালয়সমূহে বিভিন্ন অসুবিধা দূর করার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পুলক, বিকশ্বর, মনোরঞ্জন, বীণা, বিকশিতা ও নাগরচান চাকমা
রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম।